‘সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও সর্বোত্তম সেবা নিশ্চিত করবে র‍্যাংকসটেল’

জাকারিয়া স্বপন
চিফ অপারেটিং অফিসার, র‍্যাংকস টেলিকম লিঃ

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বাংলাদেশে বেসরকারি পর্যায়ে ল্যান্ডফোন সেবা শুরু হয়েছে। ‘বে ফোনস্’ নামে একটি কোম্পানি সম্প্রতি চট্টগ্রাম অঞ্চলে তাদের সংযোগ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছে। র‍্যাকসটেল, যুবক ফোন এবং বাংলা ফোনসহ কয়েকটি কোম্পানি স্বল্প সময়ের মধ্যে সংযোগ প্রদান শুরু করবে। তবে এ ব্যবসায় লাইসেন্স পাওয়া ১০টি কোম্পানির মধ্যে সবচেয়ে বড় বাজেট নিয়ে বৃহৎ আকারে আসছে ‘র‍্যাকসটেল’। দেশের অন্যতম শীর্ষ শিল্পগোষ্ঠী ‘র‍্যাগস্ গ্রুপ’-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান ‘র‍্যাকসটেল’। আগামী মাসেই সংযোগ প্রদান শুরু করবে। প্রতিষ্ঠানটির চিফ অপারেটিং অফিসার জানিয়েছেন আন্তর্জাতিকমানের প্রযুক্তি এবং সেবা নিশ্চিত করবে ‘র‍্যাকসটেল’।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **বদরুল আলম নাবিল**

সাপ্তাহিক ২০০০ : র‍্যাংকসটেল কবে নাগাদ সংযোগ দেয়া শুরু করবে?

জাকারিয়া স্বপন : ২৬ মার্চ পরীক্ষামূলকভাবে চালু করবো। এপ্রিলে বাণিজ্যিকভাবে সংযোগ দেয়া হবে। প্রথম পর্যায়ে আমরা চট্টগ্রাম ও সিলেটে সংযোগ দেব। তবে এই দু’ শহরের মধ্যবর্তী জেলাগুলো যেমন কুমিল্লা এবং ফেনী এগুলোও আমাদের নেটওয়ার্কের আওতায় প্রথম থেকেই থাকবে। জুন নাগাদ বগুড়া এবং খুলনায় আমরা সংযোগ দেব। এক বছরের মধ্যে সবগুলো জেলা আমাদের কভারেজের মধ্যে চলে আসবে। চট্টগ্রাম এবং সিলেটে ইতিমধ্যেই ফুল প্লেজেড অফিস কাজ করছে।

২০০০ : সংযোগ ফি এবং কলচার্জ কেমন হবে?

স্বপন : টিএন্ডটির অর্ধেক হবে। অনেক কম খরচে গ্রাহক ফোন পাবে এবং কথা বলতে পারবে।

২০০০ : ১০টি কোম্পানি ল্যান্ডফোনের ব্যবসার জন্য লাইসেন্স নিয়েছে। তবে মানুষ কেন র‍্যাংকসটেলের গ্রাহক হবে? আপনারা অন্যদের থেকে ভিন্নতর কি সুবিধা দেবেন?

স্বপন : আমাদের বিজনেস পলিসি হচ্ছে সার্ভিস টু দ্য পিপল। সর্বোত্তম গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করতে যা যা করা প্রয়োজন আমরা করবো। প্রযুক্তিগত দিক থেকে আমরা সিডিএমএ প্রযুক্তি নিয়েছি, যা পৃথিবীর সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। আমরা ওয়্যার এবং ওয়্যারলেস দুই প্রযুক্তিতেই সংযোগ দেব। চট্টগ্রাম ও সিলেট শহর এলাকায় আমরা তারের মাধ্যমে সংযোগ দেব। শহরের বাইরে ওয়্যারলেস পদ্ধতিতে সংযোগ দেয়া হবে।

২০০০ : ওয়্যারলেস প্রযুক্তিতে কলড্রপ বা ব্যাড নয়েজ হয় যা আমরা মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রে দেখি। শব্দের মানও সন্তোষজনক নয়।

স্বপন : আমাদের প্রযুক্তিতে সে সমস্যা হবে না। কলড্রপ, ব্যাড নয়েজ বা শব্দের মানের ঘাটতি কোনোটাই থাকবে না এটা নিশ্চিত করে বলতে পারি। আমরা শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছি, যার ফলে ওয়্যার অথবা ওয়্যারলেস পদ্ধতির মধ্যে কলের মানের পার্থক্য আপনি পাবেন না। তার দিয়ে আমরা যে লাইন দেব তার তুলনায় ওয়্যারলেস লাইনের কলের মান মাত্র ৫ শতাংশ পর্যন্ত খারাপ হতে পারে। মানুষের কান এই সামান্য পার্থক্য ধরতে পারবে না। যন্ত্রের মাধ্যমে ধরতে হবে। পরিচ্ছন্ন এবং নয়েজলেস কল আপনি পাবেন। এমনকি আমাদের কলের মান টিএন্ডটি ফোনের কলের মানের চেয়ে ক্ষেত্রবিশেষে ভালো হবে।

২০০০ : গ্রাহক সংযোগ চাওয়ার কতক্ষণের মধ্যে সংযোগ দিতে পারবেন?

স্বপন : যে দিন চাইবে সেদিনই আমরা সংযোগ দেব। আমাদের ফোন যেহেতু ওয়্যারলেস সিস্টেম তাই বাসা পরিবর্তনের কারণে কোনো সমস্যা হবে না। সেট না নিয়ে নতুন ঠিকানায় চলে গেলেই হবে। এসএমএস এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধাও থাকবে। ঝামেলামুক্ত সেবা আমরা দেব। গ্রাহকের ফোন লাইন কখনো কাটা হবে না। যদি তার একাউন্ট রিচার্জ না করে, তবে তার কল চালু থাকবে। কখনো বন্ধ হবে

না। মোবাইল টু মোবাইল ফোনে ইনকামিং ও আউটগোয়িং হবে।

২০০০ : বিলিং সিস্টেম কী রকম হবে? আর আপনার ডিলারদের দায়-দায়িত্ব কি হবে?

স্বপন : প্রি-পেইড সিস্টেমে বিল পরিশোধ হবে। ডিলাররা প্রি-পেইড কার্ড এবং টার্মিনাল বিক্রি থেকে নির্দিষ্ট হারে ডিসকাউন্ট পাবে। দায়িত্ব শুধু এগুলো বিক্রি করা। আর ডিলারশিপ নিতে হলে ১ লাখ টাকা ডিপোজিড দিতে হবে।

২০০০ : শোনা যাচ্ছে, মোবাইলে কোম্পানিগুলোর সঙ্গে ইন্টারকানেকটিভিটি সমস্যার সমাধান হয়নি।

স্বপন : ৩টি কোম্পানির সঙ্গে বিষয়টি ফয়সালা হয়েছে, বড় একটি কোম্পানি এখনো এ বিষয়ে ইতিবাচক কিছু জানায়নি। সিটিসেল ও টিএন্ডটি বোর্ডের সঙ্গে ইন্টারকানেকটিভিটি বিষয়ে চুক্তি ইতিমধ্যেই স্বাক্ষর হয়েছে।

২০০০ : প্রথম পর্যায়ে কি পরিমাণ সংযোগ দেবেন এবং আপনাদের প্রকল্প বিনিয়োগ কেমন?

স্বপন : প্রথম বছরে আমরা ৩ লাখ সংযোগ দিতে চাচ্ছি। তার মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ১ লাখ সংযোগ দিতে পারবো। বিনিয়োগের পরিমাণ না বলে বলতে পারি প্রত্যেক টার্মিনালের (সংযোগ) জন্য আমাদের গড় খরচ হবে ৬ হাজার টাকা। এটাকে ৩ লাখ দিয়ে গুণ করলে যা হয় ওটাই প্রথম বছরের বিনিয়োগ।

২০০০ : লাইসেন্স পাওয়ার পর ফ্রিকোয়েন্সি পেতে দেরি হওয়ায় আপনাদের কী পরিমাণ ব্যয় হয়েছে?

স্বপন : আমরা লাইসেন্স পেয়েছিলাম জুন মাসের ২০০৪-এ। তার ৬ মাস পরে ফ্রিকোয়েন্সি পেয়েছি। এই দীর্ঘ সময়ে আমাদের যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল তার চেয়ে বেশি মানসিক চাপ গেছে। আমরা একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। তারপর সাপ্তাহিক ২০০০ রিপোর্ট করলো। এই রিপোর্টটি আমাদের বেশ উপকার করেছিল। আরেকটি বৈষম্য হয়েছে, মোবাইল কোম্পানিগুলো সারা দেশের জন্য লাইসেন্স ফি দিয়েছে ১ কোটি টাকা, আর আমাদের ৫টি জোনের জন্য মোট ১২ কোটি টাকা লাইসেন্স ফি দিতে হচ্ছে। অথচ ল্যান্ডফোন কোম্পানি সবগুলো দেশী আর মোবাইল কোম্পানিগুলো একটি ছাড়া সব বিদেশী।

২০০০ : ঢাকা জোনের লাইসেন্স আপনারা পাননি। এটি কোন পর্যায়ে আছে?

স্বপন : ওয়ার্ল্ডটেল আদালতে একটি মামলা করে রেখেছে। যার জন্য ঢাকা জোনের লাইসেন্স কাউকে দেয়া হচ্ছে না। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ফোনের চাহিদা ঢাকাতেই। আমাদের অনেকে ফোনে জিজ্ঞাসা করে যে, আমরা কবে ঢাকায় সংযোগ দেব। মামলার বিষয়টি তাদের জানালে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছেন নতুন †Kv¤úwb¸‡jv‡K যাতে ঢাকার লাইসেন্স দেয়া হয় সে জন্য গ্রাহকরা আদালতে মামলা করবেন কি না?

ওয়ার্ল্ডটেল আদালতে একটি মামলা করে রেখেছে। যার জন্য ঢাকা জোনের লাইসেন্স কাউকে দেয়া হচ্ছে না। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ফোনের চাহিদা ঢাকাতেই। আমাদের অনেকে ফোনে জিজ্ঞাসা করে যে, আমরা কবে ঢাকায় সংযোগ দেব। মামলার বিষয়টি তাদের জানালে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছেন নতুন †Kv¤úwb¸‡jv‡K যাতে ঢাকার লাইসেন্স দেয়া হয় সে জন্য গ্রাহকরা আদালতে মামলা করবেন কি না?

২০০০ : বাংলাদেশে টেলিফোন চাহিদা কেমন আছে? কেমন টেলিডেনসিটি হতে পারে?

স্বপন : এখন টেলিডেনসিটি ২.৫ শতাংশের মতো। মোবাইল ফোন আছে ৪০ লাখ আর টিএন্ডটি ১০ লাখ। টেলিডেনসিটি অন্তত ১০ শতাংশ হওয়া উচিত। গড়ে প্রত্যেক ১০ জনের একজনের একটি ফোন থাকা উচিত। বিদ্যুৎ, গ্যাসের মতো টেলিফোনটাও মানুষের প্রয়োজন। এটা এখন আর বিলাসদ্রব্য নয়, এটা মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন। ফোন সমাজে ভ্যালু অ্যাড করে। মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর কারণে দেশের অর্থনীতিতে গতিশীলতা এসেছে এটা স্বীকার করতেই হবে। এখন ল্যান্ডফোন ব্যবসায় বেসরকারি কোম্পানিগুলো আসায় আরেক দফা বিপ্লব হবে বলে আশা করি। ফোনের কারণে মানুষের সময় বেঁচে যাচ্ছে। আগে কারো সঙ্গে কথা বলতে হলে সরাসরি গিয়ে বা চিঠি লিখে জানাতে হতো। এখন যখন চাই তখনই জানানো সম্ভব। সময়, অর্থ এবং এনার্জি সবই সাশ্রয় হচ্ছে।

২০০০ : মোবাইল টু মোবাইলগুলো কি আসলে ফোনের মধ্যেই পড়ে?

স্বপন : মোবাইল টু মোবাইল পৃথিবীর আর কোথাও নেই। আমি যখন একটি ফোনের গ্রাহক তখন ওটা থেকে সব ফোনে ঢুকতে পারতে হবে। গ্রাহক হিসেবে এটা আমার অধিকার।

২০০০ : মোবাইলের কলচার্জ বেশি বলা হয়, কেমন বেশি?

স্বপন : কলচার্জ অনেক কমানো উচিত। আমাদের পাশের দেশে ৪০-৫০ পয়সা পার মিনিট। এখানে ৬-৭ টাকা!

২০০০ : দেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত?

স্বপন : ল্যান্ডফোন ব্যবসা বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া ভালো উদ্যোগ। এখন যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত সরকারি সংস্থাগুলোকে আরো গতিশীল করতে হবে। টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশনের এখন কোনো মা-বাবা নেই। এটা সচল এবং কার্যকর করা দরকার। টিএন্ডটি বোর্ড এবং টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কাজে গতিশীলতা আনা প্রয়োজন, যাতে বিনিয়োগকারী কোম্পানিগুলোর সময় কম নষ্ট হয়। ফোন সেটের ওপর এখন যে আমদানি কর ধার্য করা আছে এটা অস্বাভাবিক রকম বেশি। মূল্যের ৫১ শতাংশ সমান কর দিতে হয়। মোবাইলে ১৫০০ টাকা কর দিতে হয়। ল্যান্ডফোন সেটের কর ৫০০ টাকায় নিয়ে আসা উচিত। তাহলে যে সংযোগ আমরা ৫ হাজার টাকায় দিতে চাচ্ছি, এটা ২০০০ টাকায় দিতে পারতাম। তাতে ফোন গ্রাহক সংখ্যা বাড়তো। কলের ভ্যাট থেকে সরকারের রাজস্বও বাড়তো।

এখন অবৈধভাবে বিপুল পরিমাণ মোবাইল সেট আমদানি হচ্ছে। কর কমিয়ে দিলে এই অবৈধ আমদানি বন্ধ হবে। সবাই বৈধভাবে আনবে যাতে মোটের ওপর সরকারের রাজস্ব আয় বাড়বে এ খাত থেকে। টিএন্ডটি বোর্ডের অনেক ডার্ক ফাইবার অব্যবহৃত পড়ে আছে। এই ডার্ক ফাইবারগুলো বেসরকারি কোম্পানিগুলোকে ভাড়া দিতে পারবে। সর্বোপরি বিটিআরসিতে দক্ষ ও সৎ প্রশাসন গড়ে তোলা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগও দিতে হবে। টেলিডেনসিটি একটি দেশের উন্নয়নের সূচক। তথ্য যোগাযোগ যত বাড়বে, অর্থনীতি তত গতি পাবে।